বাংলাদেশ ফরম সংখ্যা ১৫১৮

স্মারক সংখ্যা

প্রেরক :

প্রধান নিবন্ধন পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক :

.....জেলা-নিবন্ধক।

সূত্র : তাঁহার.....তারিখের.....সংখ্যক চিঠি

.....জেলার সদর ও উপ-নিবন্ধন কার্যালয়ের ১৯....সনের বেওয়ারিশ দলিল (নিবন্ধিত বা অস্বীকৃত) উপরোক্ত চিঠিতে উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী ১৯০৮ সনের বাংলাদেশ নিবন্ধন XVI আইনের ৮৫ ধারা মোতাবেক ধ্বংস করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৫৮ সনের নিবন্ধন আইনের ৫ পৃষ্ঠার বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য।

[অঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২। উক্ত দলিলগুলির জন্য প্রত্যর্পণীয় অর্থ নিবন্ধন ম্যানুয়ালের ২৫২ পৃষ্ঠার ২৭৫ (বি) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবলোপিত হইতে পারে।

৩। তালিকায় বর্ণিত পুরাতন নথিপত্রগুলিও ১৯২৮ সনের নিবন্ধন ম্যানুয়ালের ১২১—১২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দশম বিধিবদ্ধ নির্দেশ মোতাবেক ধ্বংস করা যাইতে পারে।

৪। অন্যান্য প্রত্যর্পণীয় অর্থ যাহা ভিন্ন তালিকায় দেখানো হইয়াছে এবং কোষাগারে জমা দেওয়ার পর তিন বৎসরের অধিক বেওয়ারিশ অবস্থায় আছে তাহা অবলোপিত হইতে পারে। [নিবন্ধন ম্যানুয়ালের ২৫২ পৃষ্ঠার ২৭৫ (সি) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

তাং.....১৯ ।

নিবন্ধন মহা পরিদর্শক,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

[নং গ ও ব-বি/ফ-৯৪/৭৬ —২০৬৫ তাং ১৪-৮-৭৬]
জিপিপিডি—শাখা-৪ —১৩০৫/৮৮-৮৯/(ল)—১২-৬-৮৯—১০০,০০০।